International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 224-229
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.285

ন্যায়মতে মুক্তি ও তার সাধন

লখিন্দর মন্ডল

গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The fact of suffering played an important role in origination of Indian philosophical thought. It is urge to get rid of sufferings that tempted the Indian sears to find out the path of removal. This removal or complete annihilation of sufferings is described differently, viz nirvāṇa, niḥśhreyasa, apavarga, kaivalya, etc. Although almost all schools of Indian tradition, aimed at this liberation, however, however they are not in agreement about the nature of that liberated state. Even the path of liberation prescribed by the schools do not match with one another. In this paper an attempt would be made to unfold the nature and path of liberation indicated by the Nyāyikas. With special emphasis to Nyāya Sūtra and Vaśya.

Keywords: Apavarga, Nitya Sukh, Mithyā jñānaṃ, suffering, dosh, pravritti.

ভারতীয় দর্শনে প্রায় সব সম্প্রদায়ই মুক্তিবাদী। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক হলেও মূল সম্প্রদায় নয়টি। এর মধ্যে ন্যায়–বৈশেষিক, সাংখ্য–যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী। এই ছয়টি সম্প্রদায়কে আস্তিক বলা হয়। এই ছয়টি সম্প্রদায় মুক্তি বা মোক্ষ স্বীকার করে। অন্যদিকে বেদের প্রামাণ্যে অনাস্থা পোষণ করেন— চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনটি সম্প্রদায়। তাই এদের নাস্তিক বলা হয়। তবে নাস্তিক হলেও চার্বাক ছাড়া অপর দুটি সম্প্রদায় মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ হিসেবে স্বীকার করেন। সুতরাং চার্বাক ভিন্ন প্রায় সব ভারতীয় সম্প্রদায়ই মুক্তিবাদী। এই মুক্তিকে মোক্ষ, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ, কৈবল্য, দুঃখান্ত ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে এই মুক্তির অবস্থা সম্পর্কে সব সম্প্রদায় যেমন একমত নন তেমনি মুক্তির সাধন কিভাবে সম্ভব সে সম্বন্ধেও সম্প্রদায়গুলি ঐক্যমত্যে উপনীত হতে পারেনি। তবে প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ই মনে করেন যে দেহকে আত্মা বলে বা দেহের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করার জন্যই বন্ধন দেখা দেয়। আত্মা যে দেহ থেকে স্বতন্ত্র সে ব্যাপারে গীতোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে প্রায় প্রতিটি ভারতীয় সম্প্রদায়। গীতায় বলা হয়েছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।[১]

অর্থাৎ আত্মা এমন কিছু যা অস্ত্র বা তরবারি দ্বারা ছিন্ন হয় না, অগ্নির দ্বারা যার দহন হয় না, জল দ্বারা সিক্ত হয় না, বায়ু দ্বারা শুষ্কও হয় না। জড় দেহের সঙ্গে আত্মার তত্ত্বগত ভেদ স্বীকার করে নিয়েছে প্রায় প্রতিটি মোক্ষবাদী দর্শন।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব, জগৎ হল মিথ্যা। আর যাদের আমরা জীব বলি সেগুলি ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নয়। জীব যে স্বরূপত ব্রহ্মই এই উপলব্ধি হলে মুক্তিলাভ ঘটে। সাংখ্য দর্শনে মূলতত্ত্ব দুটি— জড়তত্ত্ব

প্রকৃতি ও চেতন তত্ত্ব পুরুষ। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত। তা প্রকৃতি থেকে আলাদা কিন্তু বিবেক জ্ঞানের অভাবে সেই পুরুষ প্রকৃতির মূলসমূহকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করে এবং বন্ধনের মধ্যে পড়ে; যখন বিবেক জ্ঞানের উদয় হয় বা ব্যক্ত, অব্যক্ত, ও ঞ্জ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন পুরুষ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। জৈন শাস্ত্রেও মনে করা হয় কর্মপুদগলের দ্বারা যখন আত্মা আবদ্ধ হয় তখন তার স্বরূপ প্রকাশিত হতে পারে না, যখন ওই পুদগলের আবরণ ছিন্ন হয় তখন আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তবে এর জন্য দুটি পথের কথা বলা হয়েছে জৈন শাস্ত্রে। একটি নির্জরা, অন্যটি সম্বরা। বৌদ্ধ দর্শনে মুক্তিকে নির্বাণ বলা হয়েছে। কামনা, বাসনা, আসক্তি ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম করে বলেই মানুষ বন্ধনে পতিত হয়। অবিদ্যাবশতঃ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় তা থেকে আসে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞান থেকে নামরূপ বা দেহমন এবং তা থেকে ষড়ায়তন। এই ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ উৎপন্ন হলে তা বেদনার বা সংবেদনের সৃষ্টি করে, তা থেকে জন্ম নেয় তৃষ্ণা বা বিষয়ের কামনা এবং তা থেকে উপাদান বা আসক্তি। ওই আসক্তি ভব ও জাতির মাধ্যমে জরামরণ চক্রে জীবকে আবর্তীত করে। চারটি আর্যসত্যের সঠিক জ্ঞান হলে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলনের মাধ্যমে পঞ্চশীল, ব্রক্ষবিহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কামনার আগুন থেকে মুক্ত হয় মানুষ। আর এভাবেই জীবের নির্বাণ সম্ভব হয়। ন্যায় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তিকে অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। অপবর্গ কী তা বলতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থের ২২ নম্বর সূত্রে বলেছেন– "তদত্যন্তবিমোক্ষাহপবর্গঃ।"[২] অর্থাৎ দুঃখ থেকে আত্মার একান্ত বিমুক্তি হল অপবর্গ। এই মুক্তি বিষয়ে নানা দার্শনিক নানা কথা বলেছেন। কিন্তু এই মুক্তি ও তার সাধন আলোচনা করতে গিয়ে আমার জিজ্ঞাসা হল নৈয়ায়িকদের নিজের মতের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। কারণ *ন্যায়সূত্র* বলছে সুখ–দুঃখ থেকে আত্যন্তিক মুক্তি হল অপবর্গ। আবার ভাসর্ব্বজ্ঞ এর মতে মুক্তি হল সুখের অবস্থা। কার্যত এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

ন্যায় দর্শন হল মুক্তির দর্শন। এখানে মুক্তি বা অপবর্গই হল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। *ন্যায়সূত্রের* প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে–

> "প্রমাণ–প্রমেয়–সংশয়–প্রয়োজন–দৃষ্টান্ত–সিদ্ধান্ত–অবয়ব–তর্ক–নির্ণয়–বাদ–জল্প–বিতণ্ডা–
> হেত্বাভাস–ছল–জাতি–নিগ্রহস্থানাং তত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"[৩]

অর্থাৎ এই ষোল প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকেই নিঃশ্রেয়সের অধিকম হয়। কিন্তু একথা বললেও তিনি ষোড়শ তত্ত্বের জ্ঞান থেকে সাক্ষাৎ ভাবে মুক্তিলাভ হয় এ কথা বলেননি। কারণ তিনি দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন— "দুঃখ–জন্ম–প্রবৃত্তি–দোষ–মিথ্যাজ্ঞান–নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াবর্গঃ।"[৪] অর্থাৎ এই সূত্র বাক্য থেকে স্পষ্ট হয় যে তত্ত্বজ্ঞান সরাসরিভাবে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কারণ হয় না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মুক্তি বা অপবর্গ বলতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বোঝেন মহর্ষি। *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থের ২২ নম্বর সূত্রে বলা হয়েছে দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ। মনে হতে পারে যে, মৃত্যুর দ্বারাই সেই অপবর্গ লাভ হয় । কিন্তু মৃত্যুর দ্বারা সেই অপবর্গের লাভ হয় না, কারণ মৃত্যু ঘটলেও পুনরায় দেহ ধারণের সম্ভাবনা থেকেই যায়। বাৎস্যায়ন বলেছেন অপবর্গ তখনই লাভ হয় যখন গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং ভাবী জন্মের অগ্রহ হয়, তখনই অবধি শূন্য একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে তিনি বলেছেন অপবর্গ। প্রশ্ন দেখা দেয়, নিঃশ্রেয়স কার হয় বা কিভাবে হয়? একথা বলতে গিয়ে *ন্যায়সূত্রে* যে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের কথা বলা হয়েছে সেই দ্বাদশ প্রমেয় বিষয় থেকেই মূলত নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং এই দ্বাদশ প্রমেয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের নবম সূত্রে বলা হয়েছে– "আত্মা-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মন-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গস্তু প্রমেয়ম্।"[৫] অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থ। এগুলোই প্রমেয় পদার্থ। প্রকৃষ্টরূপে মেয় বা উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উপায় যে পদার্থগুলো অর্থাৎ যাদের জ্ঞান

সরাসরিভাবে নিঃশ্রেয়সলাভের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেগুলোই হচ্ছে প্রমেয়। এই যে অপবর্গ তা শুধু দুঃখ নয়, আসলে শরীর থেকে দুঃখ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সঙ্গে অত্যন্ত বিচ্ছেদকে সূচিত করে। কাজেই শরীর থেকে অপবর্গ পর্যন্ত পৃথক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলিকে প্রমেয়রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রমেয়গুলির পৃথকভাবে জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ প্রমেয়গুলি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দূর করে, মিথ্যাজ্ঞান নিরাবৃত হলে ত্রিবিধ দোষ দূর হয়। আর এই দোষের নিরাকরণ হলে কর্মপ্রবৃত্তি আসে না ফলে প্রবৃত্তির নিরাকরণ হয়, আর কর্ম প্রবৃত্তি না থাকলে জন্মও হয় না, জন্মবন্ধন ছিন্ন হলে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাতে মানুষ দুঃখ থেকে চিরবিমুক্ত হয়। এভাবে তত্ত্বজ্ঞান থেকে ক্রমে ক্রমে মিথ্যা জ্ঞানাদির দূরিকরণের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। এভাবে অপবর্গ লাভ হয়।

ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয়ের পরে প্রমেয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন। সেই দ্বাদশ প্রমেয়ের প্রথম প্রমেয় হল আত্মা। যা প্রকৃষ্ট রূপে মেয় বা উৎকৃষ্ট জ্ঞানের উপায় যে পদার্থ গুলো অর্থাৎ যাদের জ্ঞান সরাসরি ভাবে নিঃশ্রেয়স লাভের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সেগুলোই হল প্রমেয়। এই প্রমেয় পদার্থ গুলোর মধ্যে মুখ্য বা প্রধান প্রমেয় হল আত্মা। কারণ মুক্তি বা অপবর্গ সে আত্মার ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে এবং বলা হয়েছে দুঃখ থেকে আত্মার একান্ত মুক্তি হল অপবর্গ। এখন প্রশ্ন হল আত্মা কী? আত্মা কী তার পরিচয় মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্রের* প্রথম অধ্যায়ের নবমসূত্রে দেননি, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে বাৎস্যায়নের ভাষ্যে। সেখানে আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে– "তত্রাত্মা সব্বর্স্য দ্রষ্টা, সব্বর্স্য ভোক্তা, সর্বজ্ঞঃ, সর্বানুভাবী।"[৬] অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয়বর্গের মধ্যে আত্মা সমস্ত সুখ, দুঃখ কারণের দ্রষ্টা, সমস্ত সুখ দুঃখের ভোক্তা। সুতরাং সর্বজ্ঞ অর্থাৎ স্বকীয় সুখ-দুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখ-দুঃখের জ্ঞাতা। সুতরাং সর্বানুভাবী অর্থাৎ স্বকীয় সুখ-দুঃখের সমস্ত কারণ ও সমস্ত সুখ দুঃখপ্রাপ্ত। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, আত্মাতো ঈশ্বর নয় তাহলে কেন সে সর্বস্ব দ্রষ্টা? এর উত্তরে বলা যায়, অনাদি কাল থেকে যতগুলো জন্ম হয়েছে প্রত্যেক জন্মের সকল সুখ-দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের উপকরণের জ্ঞান সে লাভ করেছে সে জন্য সে সর্বস্য দ্রষ্টা। আত্মা সর্বস্য ভোক্তা কেন? তার কারণ হল যতগুলো সুখ-দুঃখ লাভ করেছে সবগুলোকে সে ভোগ করেছে। এই আত্মা আবার সর্ব্বানুভাবী। তার কারণ হল সে সমস্ত সুখ-দুঃখের সাধন ও সমস্ত সুখ-দুঃখকে প্রাপ্ত করে ওই সমস্তের জ্ঞাতা ও ভোক্তা; তাই সে সর্ব্বানুভাবীও বটে।

ন্যায়সূত্রকার গৌতম প্রথম অধ্যায়ের দশম সূত্রে আত্মার প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন– "ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ জ্ঞানান্যত্মনো লিঙ্গম্।"[৭] অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক হয়। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ইচ্ছাদি কিভাবে আত্মার অনুমাপক হয়? সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের আলোচনা প্রসঙ্গে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। তাঁর যুক্তি এরকম– গুণমাত্রই দ্রব্যে আশ্রিত হয়। সুতরাং ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এগুলিও গুণ হিসেবে কোন না কোন দ্রব্যে আশ্রিত হবে। ইচ্ছাদির আশ্রয় ঐ দ্রব্যই হল আত্মা।

প্রশ্ন উঠবে ইচ্ছাদির আশ্রয় দ্রব্যটি যে আত্মাই হবে তার প্রমাণ কি? এরকম প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর এবং ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যকার বাচস্পতি শেষবৎ অনুমানের অবতারণা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন ইচ্ছাদি যে দ্রব্যে আশ্রিত তা আত্মা ভিন্ন কোন কিছু হতে পারে না। কারণ যে নব দ্রব্য ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত তার মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এগুলি সবই ভূতদ্রব্য এবং বাহ্যইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষযোগ্য গুণের আশ্রয়। বাহ্যইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইচ্ছাদির প্রত্যক্ষ হয় না। অবশিষ্ট চার প্রকার দ্রব্যের মধ্যে কাল ও দিক কোন বিশেষ দ্রব্যের আশ্রয় হয় না। তাই ইচ্ছা দ্বেষাদি বিশেষ গুণের আশ্রয় তারা হতে পারে না। এমনকি মনকেও ঐ গুণগুলির আশ্রয় বলা যায় না। কেননা অযুগোপৎ জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গেলে মনকে

অণুপরিমাণ বলে মানতে হয়। যা অনুপরিমাণ তার গুণ কখনোই প্রত্যক্ষযোগ্য হতে পারে না; অথচ জ্ঞান, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট দ্রব্য হিসাবে আত্মায় জ্ঞানাদির আশ্রয় বলে গণ্য হয়।

আত্মার অস্তিত্বে বড় অনুমাপক হল জ্ঞান। জ্ঞান যে হয় তা সর্বানুভব সিদ্ধ। প্রশ্ন হল এই জ্ঞানের আশ্রয় কে? জ্ঞান এক প্রকার গুণ। আর গুণ মাত্রেরই আশ্রয় থাকে, যা একটি দ্রব্য হয়। এখন প্রশ্ন জ্ঞান কার গুণ? এটি শরীরের গুণ হতে পারে না। কারণ বাল্যের শরীর বার্ধক্যে থাকে না, তার বদল হয়ে যায়। অথচ বাল্যের জ্ঞান অনেক সময় বার্ধক্যেও অব্যাহত থাকে। জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়ের গুণ বলা যায় না। জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয়ের গুণ হতো, তাহলে ইন্দ্রিয় নষ্ট হলেই জ্ঞান নষ্ট হয়ে যেত। অথচ দেখা যায়, ইন্দ্রিয় নষ্ট হওয়ার পরেও জ্ঞান থেকে যায়। চোখ নষ্ট হওয়ার পরেও রূপের জ্ঞান থেকে যায়। জ্ঞান মনেরও গুণ হতে পারে না। কারণ মন অনুপরিমাণ। আর অনুপরিমান দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়, অথচ জ্ঞানগুণটি প্রত্যক্ষ যোগ্য। জ্ঞানের জ্ঞান বা অনুব্যবসায় হয়ে থাকে। এভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন কোনোটিই জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারেনা। পৃথক আশ্রয় অবশ্য স্বীকার্য। এভাবে শেষবৎ ও সামান্যতদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন নৈয়ায়িকরা।

ন্যায়–বৈশেষিক মতে আত্মা হল এক নিত্য দ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার আকস্মিক বা আগন্তুক গুণ। এর সমর্থনের সুধী প্রমাণ এই যে— "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদাধাতি কামান্ তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশেঃ।"[৮] অর্থাৎ নিত্য সমূহের মধ্যে নিত্য এবং চেতনগনের মধ্যে চেতন যিনি অদ্বিতীয় হয়েও বহু জীবের ভোগ বিধান করেন সেই সর্বকারণ এবং জ্ঞান ও যোগের দ্বারা উপলভ্য জ্যোতির্ময়কে জানলে সর্ব বন্ধন বিনষ্ট হয়। আত্মা চৈতন্যের আশ্রয় হলেও চৈতন্য স্বরূপ নয়। আবার চৈতন্য আত্মার স্বভাব ধর্মও নয়। আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত। আত্মা স্বরূপতঃ জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তা নয়; অবিদ্যার প্রভাবে আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্য জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনই আত্মাতে চেতনা বা জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং আত্মা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। এই বদ্ধ আত্মাই হল জীব। জীবাত্মা বন্ধন দশায় নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা রূপে মনে করে এবং পরিণামে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। বিবেক জ্ঞানের উদয় হলে জীবাত্মার আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি ঘটে।

নৈয়ায়িকগণের মতে যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ আত্মার পক্ষে দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। কারণ দেহ থাকলেই ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বিষয়ের অভিমুখী হয়। ফলে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তার থেকে দুঃখ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারলেই আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভবপর হয়। সুতরাং মুক্ত অবস্থায় আত্মা সুখ–দুঃখ বর্জিত একটি দ্রব্যে পরিণত হয়। এই অবস্থাকে ন্যায় দর্শনে অভয়ম্, অজরম্, অমৃত্যু উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন। ন্যায়–বৈশেষিক স্বীকৃত মুক্তির প্রসঙ্গে এক বৈষ্ণব উপহাস করে বলেছেন— বরং আমি বৃন্দাবনের শৃগাল হব কিন্তু আমি বৈশেষিকোক্ত মুক্তি কখনো প্রার্থনা করব না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দুঃখের বিমুক্তি ও সুখ এক নয়। দুঃখের বিমুক্তি হল শেষ পর্যন্ত আত্মাতে নিগুন হয়ে যাওয়া। কাজেই দুঃখ নেই বললে আর অনুভূতির প্রশ্ন ওঠে না। কারণ সুখ–দুঃখ হল অনুভূতি। দুঃখ হল নঙর্থক অনুভূতি। কাজেই দুঃখ নেই বললে আর অনুভূতির প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন দেখা দেয় আত্মাতে অনুভূতি থাকে কিনা? কারণ নিত্য সুখের অনুভূতি হলে নিত্য সুখের অনুভব হয়; তাহলে তা মানস প্রত্যক্ষ হোক, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হোক অথবা বোধ উৎপন্ন হোক? কিন্তু যার অস্তিত্ব নেই তার অনুভব হয় কি করে। ন্যায়মতে মোক্ষ প্রাপ্তিকালে আত্মাই কোন গুণই থাকে না। আবার ন্যায়মতে চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। কাজেই মোক্ষকালীন অবস্থায় সেই গুণে দুঃখিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। আর যদি না থাকে তাহলে যার অনুভব নেই তার চেতনাও নেই অর্থাৎ তা স্বগুণ নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুখানুভূতি, দুখানুভূতি কোন অনুভূতিই থাকতে

পারে না। আর যদি না থাকে তাহলে সুখের অনুভূতি অবান্তর বলে গণ্য হয়। তাই অনেক সমালোচক বলেন আত্মার স্বরূপে অবস্থান করা মানে আত্মা জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়া। তাই তাতে কোন গুণই থাকতে পারে না। আর আত্মা যদি জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে কেউ কি মুক্তি চাইবে? ফলে যখন মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটবে তখন সে মুক্তি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ সুখ চলে যাচ্ছে; শুধু তাই নয় তার যে মুক্তি হয়েছে তা সে নিজেই অনুভব করতে পারছে না। নিজের মুক্তি যদি সে নিজেই অনুভব করতে না পারে তাহলে এরকম মুক্তি কেউ কি করে চাইবে? যদিও ন্যায়পক্ষে এর একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁরা বলেন প্রচন্ড দুঃখ-কষ্টে কাতর কোন ব্যক্তি যেমন ওষুধ সেবন করার পর অচেতন হয়ে থাকাতেই ব্যাথার চেয়ে শ্রেয় বলে মনে করে, তেমনি সাংসারিক দুঃখ কষ্টে জর্জরিত মানুষ দুঃখ ভোগের চেয়ে মুক্তিলাভ করে অচৈতন্য হয়ে থাকাকেও শ্রেয় বলে মনে করে। সুতরাং মুক্তি অসম্ভব নয় বরং অভিপ্রেতই। অনেকে ন্যায়সম্মত মুক্তিকে মূর্ছা অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে নৈয়ায়িক এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন মূর্ছা অবস্থা কাটার পর পুনরায় দুঃখ ভোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মুক্তিলাভ হলে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, ফলে আর দুঃখ ভোগ করতে হয় না। ন্যায়মতে বিদেহ মুক্তি হল প্রকৃত মুক্তি। তাঁদের মতে দেহ থাকাকালীন মুক্তি সম্ভব নয়। দেহের বিনাশ ঘটলে জীব মুক্তিলাভ করে। সুতরাং বিদেহ মুক্তি হল প্রকৃত মুক্তি। ন্যায়মতে মোক্ষ হলে দুঃখ থেকে চির মুক্তি লাভ হয়। মোক্ষ হলে দুঃখ পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। মুক্তি হলে শরীর থাকে না এবং শরীরের উৎপত্তির আর কোন সম্ভাবনাও থাকে না। তাই একে বিদেহ মুক্তি বলা হয়েছে। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় বিদেহ মুক্তিতে আত্মায় কোন গুণই থাকে না। কারণ সমস্ত গুণই হল আগন্তুক। এমনকি চৈতন্য গুণও। সুখ দুঃখ হল গুণ পদার্থ। ফলে ন্যায়মতে সুখ-দুঃখ আত্মাই থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

তথ্যসূত্র:

[১] সাংখ্যযোগ–২৩, শ্রীমদ্ভগবত গীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫, পৃষ্ঠা– ৪৮

[২] ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম, ১/১/২২ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,২০২৩, পৃষ্ঠা– ২৩৩

[৩] ন্যায়সূত্র— ১/১/১, তদেব, পৃষ্ঠা– ১৮–১৯

[৪] ন্যায়সূত্র— ১/১/২, তদেব, পৃষ্ঠা– ৬৩

[৫] ন্যায়সূত্র— ১/১/৯, তদেব, পৃষ্ঠা– ১৯৬

[৬] ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য – ১/১/৯, তদেব, পৃষ্ঠা– ১৯৬

[৭] ন্যায়সূত্র— ১/১/১০, তদেব, পৃষ্ঠা– ২০৩

[৮] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ–৬/১৩, উপনিষদ অর্ঘ্য, পুষ্প দেবী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: মহেশ লাইব্রেরী, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা– ৪০

গ্রন্থপঞ্জি:

১. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, শ্রী মোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫

২. গৌতম, ন্যায় দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগিশ কর্তৃক সম্পাদিত (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৪

৩. গৌতম, ন্যায় দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগিশ কর্তৃক সম্পাদিত (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৩৮৭ (বঙ্গাব্দ)

৪. দেবী, পুষ্প, উপনিষদ অর্ঘ্য, কলকাতা: মহেশ লাইব্রেরী, ১৯৪৬৩

৫. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, আশুতোষ ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কর্তৃক অনুবাদিত, কলকাতা: বিজয়ায়ন,১৪১৩ (বঙ্গাব্দ)

৬. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩ (বঙ্গাব্দ)

৭. প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ, ন্যায়তত্ত্ব পরিক্রমা, কলকাতা: পাপিরাস, ১৯৯৬

৯. বাগচী, কুমার, দীপক, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১০

১০. বাৎস্যায়ণ, শ্রীমদ্ভগবত গীতা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫

১১. মন্ডল, কুমার, প্রদ্যোত, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৬মাধাবাচার্য, সর্বদর্শনসংগ্রহ, পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, কলকাতা: শিবানী প্রকাশনী, ১৪০১ (বঙ্গাব্দ)

১২. Chatterjee, Satish Chandra, AN INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY. Kolkata: University of Calcutta. 2011.

১৩. Sinha, Jadunath, Indian philosophy (vol–1), London: NCBA, 2012.